পরম্পরা : জেব-উন-নেসা ও জীনাত রেহানা

'সাগরের তীর থেকে মিষ্টি কিছু হাওয়া এনে তোমার কপালে ছোঁয়াবো, ভাবি রূপালি রাত আসে স্বপ্ন আবেগ নিয়ে, চঞ্চল দু নয়নে বলো না কি খুঁজছো, চম্পা না করবী না পলাশের গুচ্ছ'—এই রকম অনেক কালজয়ী গান আজো আমাদের কানে বাজে। আমাদের সেই সোনালি দিনের অসংখ্য জনপ্রিয় গানের স্রষ্টা ছিলেন জেব-উন-নেসা জামাল। বিস্মৃত প্রায় এই গীতিকার, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক ২৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

বাবা ডা. কসির উদ্দিন তালুকদার ছিলেন দেশপ্রেমিক জন দরদী সমাজ সেবক। তিনি লোকাল ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ছিলেন। বগুড়া ও পাবনা জেলার নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য (এমএলসি) হয়েছিলেন। ডা. কসির উদ্দিন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি ১৯৭১ সালের ২৯শে মে পাকিস্তানি ঘাতকদের হাতে প্রাণ হারান।

জেব-উন-নেসা জামাল ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করেন। ১৯৭০ সালে তিনি 'আধুনিক বাংলা কাব্য দেশপ্রেম' শীর্ষক গবেষণার জন্য বাংলা একাডেমি বৃত্তি লাভ করেন।

শিক্ষকতা দিয়ে তিনি কর্ম জীবন শুরু করেন। তিনি দিনাজপুরের সর্প গার্লস স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। এর পর তিনি চট্টগ্রাম মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জেব-উন-নেসা জামাল প্রায় তিন বছর কণ্ঠ শিল্পী হিসেবে বেতারের সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সময়ে তিনি নিয়মিত কবিতা পাঠ ও অনুষ্ঠান পরিচালনায় অংশ নিতেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তিনি মহিলা মহফিল, স্কুল ব্রড কাস্ট, বুনিয়াদি গণতন্ত্রের আসর, ঘরোয়া, অলন্দা, সুখী সংসার, কচি-কাঁচালী ইত্যাদি অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। ১৯৬৬ সালে তিনি রেডিওতে গীতিকার হিসেবে তালিকা ভুক্ত হন। তিনি তেষট্টি থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের গীতিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

মরমী গান, দেশাত্মবোধক গান, জীবনের গান, যৌবনের গান, বন্যা-খরা পীড়িত-উদ্বাস্তু-নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের গান, ছোটদের স্বপ্ন রঙ্গিন গানসহ প্রায় ২ হাজারের বেশি গান তিনি রচনা করেছেন। বাংলা গানের প্রধান অবলম্বন প্রেম ও দেশাত্মবোধক চেতনা সঞ্চারেই তার গান বেশি আবেদনময়। অন্ত্যানুপ্রাস, ছন্দ, সুরের গতি এবং চলন ক্রিয়া অনুযায়ী তার গানের বাণীবদ্ধতায় কোনো জটিলতা নেই। গানের বাণী নির্মাণের প্রকাশভঙ্গির কারিগরি দিকটিও অনায়াসে ফুটে এসেছে তার গানে।

ছোটদের জন্য তিনি অসংখ্য গান লিখেছেন। 'জাদুর পেন্সিল', 'ঘড়ি বলে টিকটিক' 'তিমি মাছের নাম তো জানো'সহ আরো অনেক গান এখনো সবার মুখে মুখে।

মেয়ে জীনাত রেহানা ছাড়াও ছোট বোন আঞ্জুমান আরা বেগম রফিকুল ইসলাম, ফেরদৌসী রহমান, সুবীর নন্দী, খুরশীদ আলম, সাবিনা ইয়াসমিন, শাহনাজ রহমতুল্লাহ, সুজেয় শ্যাম, অনুপ ভট্টাচার্যসহ আরো অনেক শিল্পী জেব-উন-নেসা জামালের গান গেয়েছেন।

জেব-উন-নেসা জামাল গানের পাশাপাশি কবিতা গল্প ও অনুবাদ সাহিত্যও রচনা করেছেন। তিনি মোট ৭টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলো হচ্ছে সাগরের তীর থেকে, গান এলো মোর মনে, আমার

যত গান, আরজি, জাদুর পেন্সিল, বেল সাহেবের টেলিফোন (অনুবাদ), হারানো দিনের গল্প (ছোট গল্প সংকলন)। এ ছাড়া তার আরো অনেক গল্প, কবিতা, গান, স্মৃতিকথা আরো অনেক লেখা এখনো অপ্রকাশিত হয়েই আছে।

এই জেব-উন-নেসা জামালের মেয়ে হলেন কণ্ঠশিল্পী জীনাত রেহানা।

'এই চোখেতে কাজল আর আঁকাব না, এই কপালে টিপলি আর পরব না, আহা রইলে কেন তুমি মুখ ফিরিয়ে, দেখোনা চেয়ে গো আমার পানে'। এই রকম আরো অনেক জনপ্রিয় গান দিয়ে আমরা জীনাত রেহানাকে চিনতে পারি। অসাধারণ কণ্ঠের এই শিল্পী তার মায়ের অনেক গান গেয়েছেন। 'সাগরের তীর থেকে, মিষ্টি কিছু হাওয়া এনে, তোমার কপালে ছোঁয়াবো গো ভাবি মনে মনে' জেব-উন-নেসা জামালের লেখা এই অসাধারণ গানটির সুর করেছিলেন করিম শাহাবুদ্দিন। জীনাত রেহানা এই গানটি ১৯৬৯ সালে রেডিও বাংলাদেশে গেয়েছিলেন। এর আগে ১৯৬৬ সালে শাহনাজ রহমতুল্লাহ আর সৈয়দ আব্দুল হাদী বিটিভিতে প্রথম দ্বৈত কণ্ঠে এই গানটি গেয়েছিলেন।

তার কণ্ঠের আরেকটি জনপ্রিয় গান হচ্ছে 'যদি রূপালি রাত আসে স্বপ্ন আবেগ নিয়ে, তুমি কি আমাকে ডাকবে না অভিমানে রাতটুকু'। এই গানটির কথা ও সুর খুব চমৎকার। জীনাত রেহানা গত ৪০ বছর ধরে গান গেয়ে চলেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গানের অ্যালবামগুলো হচ্ছে মনে রেখো, কণ্ঠ বীণা, স্মৃতি থেকে, সারেগামা, হাসি খুশি, জাদুর পেন্সিল, আরজি, মনবীণা, প্রিয় জন্মভূমি, ঘড়ি চলে টিক টিক, সারেগামা।

এখনো গান করে যাওয়া প্রসঙ্গে জীনাত রেহানা বলেন, আমাদের অতীত ঐতিহ্যের একটি বিশাল ভান্ডার হচ্ছে সেই গানগুলো। আগের দিনের গানের মাধ্যমে আমরা অতীতের কৃষ্টি কালচার ও সভ্যতা জানতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সঠিক সংরক্ষণের অভাবে রেডিও ও টিভির এই গানগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আমি খেয়াল করে দেখেছি যে সত্তর-আশির দশকের শ্রোতাদের সঙ্গে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদেরও সেই সব গানের প্রতি ছড়াও আগ্রহ আছে। আর তাই আমি সবার জন্য আবার নতুন করে সেই গানগুলোকে রেকর্ড করার উদ্যোগ নিয়েছি। এ ছাড়াও জীনাত রেহানা জানান যে তিনি তার মা জেব-উন-নেসা জামালের প্রকাশিত গ্রন্থ, অপ্রকাশিত অসংখ্য গান ও রচনা নিয়ে জেব-উন-নেসা রচনা সমগ্র প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে পরিশীলিত মেধা ও মননে তার মায়ের লেখা আমাদের নতুন প্রজন্মকে উজ্জীবিত করবে।

❑ **শৌর্য দীপ্ত সূর্য**